بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

এক নজরে সীরাহ ৮

৪র্থ থেকে ৮ম হিজরী পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

এক নজরে সীরাহ

TAHZIB INSTITUTE

বিরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা

(৪র্থ হিজরী, সফর মাস)

নজদের আবু বারা আমের বিন মালেক রাসূল সা. এর কাছে আবেদন জানালে রাসূল সা. বিজ্ঞ সাহাবীদের ৭০ জনের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে বিরে মা'উনায় আমের বিন তুফায়েলের আদেশক্রমে সাহাবীদের হত্যা করা হয়। শুধু দুজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। কাব ইবনে যাইদ ও আমের ইবনে উমাইয়া রা. মদীনায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। জিবরিল আ. মারফত রাসূল সা. এর নিকট এই গণ্যহত্যার খবর পৌঁছলে প্রচণ্ড কষ্ট পান এবং বদদুআ করেন।

বিরে মাউনার প্রান্তর

সারিয়্যাহ রজি

(৪র্থ হিজরী, সফর মাস)

কাছাকাছি সময়ে কুরাইশরা চক্রান্ত করে দুটি গোত্রকে রাসূলের সা. নিকট প্রেরণ করেন। তারা এসে আবেদন জানায় তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাদেরকে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু শিক্ষক প্রদান করে। রাসূল সা. আসিম বিন ছাবিত রা. এর নেতৃত্বে দশজন সাহাবী প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে রজি‘ নামক স্থানে এসে পৌঁছলে হুযাইল গোত্রের একটি দল সাহাবীদের প্রতি আক্রমণ করে। খুবাইব ও যাইদ রা. জীবিত ধরে মক্কায় পরে শহীদ করে।

খুবাইব রা. কে হত্যার ঘটনা

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيْرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَأَخَذَ ابْنًا لِّيْ وَأَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِيْ وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُوْنِيْ أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوْا أَنَّ مَا بِيْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا

ولستُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيْبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

সহীহ বুখারী: ৩০৪৫

TAHZIB INSTITUTE

গাযওয়া বনু নাজির

রবিউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরী

বনু কিলাব গোত্রের দুজন লোক প্রাণ হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূল সা. বনু নাজিরের কাছে যান মীমাংসার জন্য। তারা প্রথমে আশ্বাস দেয়। রাসূল সা. দেয়ালের পাশে হেলান দেয়া অবস্থায় তাকে হত্যার ফন্দি করে। জিবরিল আ. এসে রাসূল সা.কে অবহিত করলে তিনি সরে যান। এরপর প্রতারক বনু নাদির গোত্রকে দশদিনের মধ্যে মদীনা ছাড়তে আদেশ দেয়া হয়। প্রথমে রাজি হলেও পরে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। অবশেষে রাসূল সা. তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে সবকিছু নিয়ে চলে যেতে বাধ্য করে।

গাযওয়া খন্দক

শাওয়াল-যুল ক্বদাহ, ৫ম হিজরী

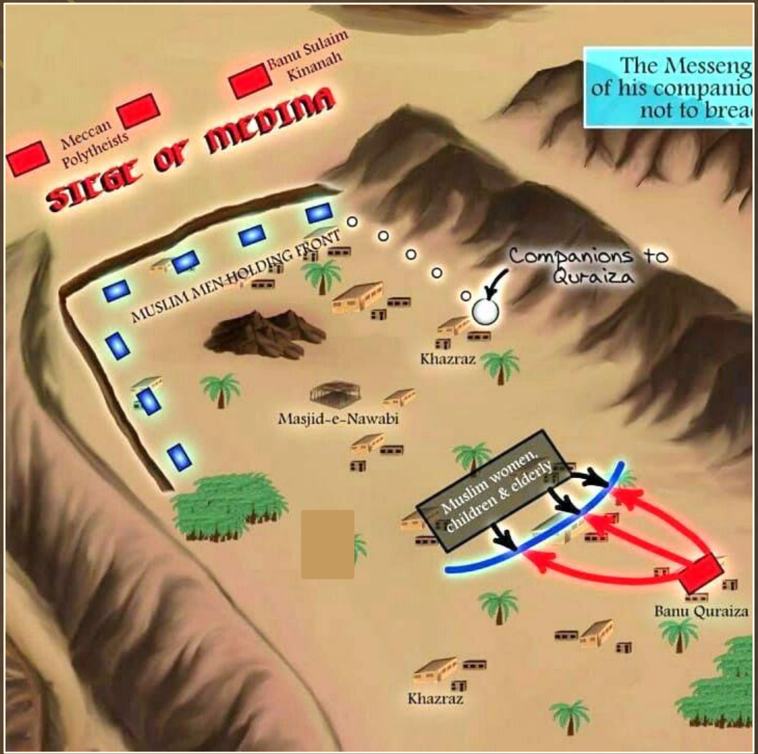

বিতাড়িত বনু নাজির, বনু গাতফানসহ মক্কার সকল কুফফার গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে ইতোপূর্বে প্রতিশোধ নিতে এবার সংঘবদ্ধভাবে মদীনায় হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল সা. যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. কে গোয়েন্দা রিপোর্ট পেশ করার পাঠান। যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা শুনে রাসূল সা. সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে মদীনার অনতীদূরে পরিখা খননের প্রস্তুতি নেন। এ যুদ্ধে রাসূল সা. নিজে পরিখা খননের কাজে অংশ নেন, ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর সাহাবীরা রাসূলের সাথে প্রতিরক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে ছিল ১০ হাজার, মুসলিমদের পক্ষে মাত্র ৩ হাজার। প্রায় এক মাস অবরোধে শেষে মহান আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন।

গাযওয়া বনু কুরাইযা

যুল ক্বদাহ, ৫ম হিজরী

খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূল সা. উম্মে সালামার ঘরে এসে গোছল করেছেন মাত্র এমন সময় জিবরিল আ. এসে রাসূল সা. কে পুনরায় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বলে। কুফফারদের সহযোগিতা করার জন্য বনু কুরাইযা বাহিনীর বিরুদ্ধে রাসূল সা. বেরিয়ে পড়েন। পথে আসরের সালাত পড়তে নিষেধ করেন। একেবারে পৌঁছে তারপর যেন আসর আদায় করে।

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فَإِلَى أَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ.

সাদ ইবনু মুয়ায রা. যে ঐতিহাসিক ফয়সালা করেন

نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِيْ ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

সা‘দ ইবনু মু‘আয রা. এর বিচার মতে বানু কুরাইযাহ গোত্রের লোকেরা দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসল। নবী সা.সা‘দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ সা. আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম লোককে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, এরা তোমার ফায়সালা মেনে নিয়ে দূর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তাদেরকে বন্দী করা হবে। নবী সা., হে সা‘দ! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফায়সালা দিয়েছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি সকল রাজার রাজা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ফায়সালা করেছ।

(বুখারী: ৪২২১)

ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার চুক্তি

(যুল ক্ব’দাহ, ৬ষ্ঠ হিজরী)

রাসূল সা. হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরের ১লা যুল ক্বদাহ প্রায় দেড় হাজার সাহাবী নিয়ে উমরা’র উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাদের কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। সাথে শুধু কোষবদ্ধ তলোয়ার বহন করছিলেন। মক্কার অনতিদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে এসে রাসূল সা. যাত্রাবিরতি দেন এবং খবর দেন তারা উমরা করেই চলে যাবে। এ স্থানেই তখন কুফফারদের সাথে ১০ বছরের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে বছর রাসূল সা. উমরা করা ছাড়াই চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসেন। মূল ঘটনা হলো,

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بِغَدِيْرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْأَحَابِيْشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوْكَ فَقَالَ أَشِيْرُوْا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيْلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُوْنَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوْبِيْنَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيْدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوْا عَلَى اسْمِ اللهِ.

উছমান রা. হত্যার খবর ও বাইআতে রিদওয়ান

মধ্যস্থতা করার জন্য উছমান রা. কে কাফেরদের কাছে পাঠালে কালক্ষেপন হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও উছমান রা. ফিরে না আসলে সবাই অস্থির হয়ে যায়। একসময় গুজব ওঠে কুফফাররা উছমান রা. কে হত্যা করেছে। তখন রাসূল সা. সাহাবীদেরকে উছমান রা. হত্যার বদলা নেয়ার জন্য বাইআত দেন। উপস্থিত সকল সাহাবী ঈমানদীপ্ত চেতনায় বাইআতে অংশগ্রহণ করেন।

TAHZIB INSTITUTE

বিখ্যাত সাহাবীদের ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। মুসলিমরা নিশ্চিন্তে জীবন যাপন ও দাওয়াতী কাজের সুযোগ পায়। কাফেরদের সাথে উন্মুক্ত মেলামেশার সুযোগ পায়। অনেক বিখ্যাত সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে আমর ইবনুল আস রা. খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. উছমান ইবনে তালহা রা. সহ প্রমুখ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। এই তিনজন সাহাবী রাসূলের নিকট আসলে রাসূল সা. বলেন,

إِنَّ مَكَّةَ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْنَا أَفْلَاذَ كَبِدِهَا

কারো কারো মতে এটি অষ্টম হিজরীর ঘটনা। তবে মূলত এটি হুদাইবিয়ার সন্ধির সূদুরপ্রসারী ফলাফলের অন্যতম।

দাওয়াতের নতুন ধারা

সন্ধির ফলে মুসলিমরা স্বস্তি ফিরে যায়। পরম শত্রু কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো সম্ভাবনা না থাকায় রাসূল সা. এবার কর্মপন্থা পরিবর্তন করেন। তৎকালীন সুপার পাওয়া রোম পারস্যসহ বিশ্বনেতাদের কাছে একে একে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। রাসূল সা. এ সময় দুটো দিকে মনোনিবেশ করেন।

১. বিশ্বনেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত
২. যুদ্ধ অভিযান অব্যাহত রাখা

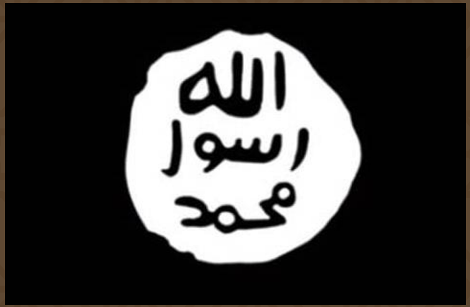

রাসূল সা. এর সীল মোহরের প্রতিকি ছবি

রাজা বাদশাদের নিকট চিঠি প্রেরণ

রাসূল সা. একে একে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা বাদশাহদের নিকট প্রতিনিধির মারফত চিঠি পাঠাতে শুরু করেন। তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়, অনেকে হঠকারিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে না। প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়;

১. হাবশার সম্রাট নাজ্জাশির নিকট আমর ইবনে উমাইরা রা.
২. মিশরের সম্রাট মুকাওকিসের নিকট হাতিব ইবনু আবী বালতাআহ রা.
৩. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা রা.
৪. রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট দাহইয়া ইবনে কালব রা. কে
৫. বুসরার সম্রাটের নিকট হারেস ইবনে উমাইর আযদি রা.
৬. বাহরাইনের শাসক আলা ইবনে হাযরামি রা.
৭. ইয়ামামার বাদশা হাওযাহ ইবনে আলীর নিকট সালিত ইবনু আম আমেরি রা.
৮. দামিশকের শাসক হারিস ইবনু আবী শামি নিকট শুযা ইবনু ওহাব রা.
৯. আম্মানের সম্রাট জাইফার ও তার ভাইয়ের নিকট আমর ইবনু আস রা.

রাসূল সা. এর চিঠিসমূহ

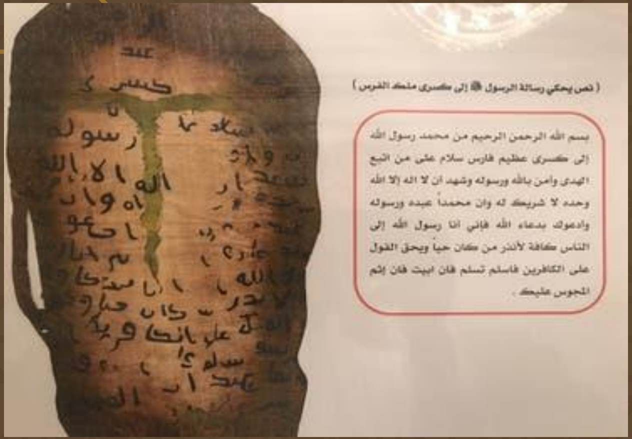

পারস্যের রাজা কিসরার নিকট

মিশরের শাসক মুকাওকিসের নিকট

হাবশির শাসক নাজ্জাশির নিকট

রাসূল সা. এর চিঠির ভাষা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْل عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)

খায়বারের যুদ্ধ

৭ম হিজর, মুহাররম মাস

ইহুদীরা চক্রান্ত ও গোপন ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। পূর্বের লড়াইগুলোর পিছনে ইহুদীদের ইন্ধন ছিল সবেচেয়ে বেশি। রাসূল সা. এবার খয়বারের ইহুদীদের দিকে মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ সুব. পূর্বেই এ যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ দেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালীন ১৪০০ সাহাবী নিয়ে খয়বারের দিকে রওনা হোন।

পথিমধ্যের ঘটনা:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ :

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِم

আরেকটি ঘটনা:

كُنَّا مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بالتَّكْبِيرِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا علَى أَنْفُسِكُمْ، إنَّكُمْ ليسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا.

যুদ্ধের ফলাফল ও পরিণতি

খয়বারের যুদ্ধে সহজেই মুসলিমদের পক্ষে বিজয় আসে। বিপুল পরিমাণ গনিমত মুসলিমদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের প্রায় ১৬ জন সাহাবী শহীদ হোন, অন্যদিকে কুফফারদের ৯৩ জন নিহত হয়।

যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ:

আয়েশা রা. বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (20)

রাসূল সা. কে বিষ প্রয়োগে হত্যার অপচেষ্টা

যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে রাসূল সা. যখন আরাম বোধ করছিলেন, তখন ইহুদী নেতা সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছা রাসূল সা. কে বিষপ্রয়োগে হত্যার ফন্দি করে। বকরির ভুনা করে রাসূল সা. কে দাওয়াত দেয়া হয়। রাসূল সা. মুখে নিলে বুঝতে পারেন খাদ্যে বিষ মেশানো হয়েছে। তখন তাদেরকে ডেকে স্বাকারোক্তি নেয়া হয়। সেই খাবার খেয়ে সাহাবী বিশর ইবনু বারা রা. শহীদ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাব্বি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাক্টর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+881922730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)